ইসলাম এবং কুসংস্কার-(চতুর্থ খন্ড)

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ

(পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ যে যারা আমার 'প্রথম খন্ড 'পাঠ করিয়াছেন তারা ইচ্ছে করলে 'ভূমিকাটি' স্কীপ করতে পারেন, কারণ এই ভূমিকা প্রত্যেক খন্ডতেই যাবে এবং ভুমিকা একই থাকবে, যদিও দ্বিতীয় খন্ডে ভুমিকাটিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধিত করা হয়েছে। অবশ্য যারা আমার প্রথম খন্ড পড়েন নাই, তাদের জন্য এই ভূমিকাটি অতি প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত ভাবে প্রত্যেক খন্ডে সুধু ইসলামী কুসংস্কারগুলোর নতুন ক্রমিক নং হিসেবে আরও নতুন নতুন চমকপ্রদ সব আজগুবি ইসলামী কেচ্ছা-কাহিনী চলতে থাকবে।)

ভূমিকা

আমরা সবাই জানি যে কুসংস্কার হল কোন popular belief held without any reason or logic. অর্থাৎ কিনা কোন প্রমান বিহীন কথা যাহা সাধারনতঃ মুর্খরা অন্দ্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে। এই কুসংস্কার আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন, রূপকথার (Folklore) কাহিনী যাহা কুসংস্কার হলেও তাকে লোকগাতা বা কেচ্ছা-কাহিনী হিসেবেই ধরা হয়। অন্যটি হল ধর্মীয় কুসংস্কার যাহা একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নিহিত থাকে। মুলতঃ অজানা ভয়, পরকালের চিন্তা এবং অলৌকিকতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়। ব্যাপারটি আরও পরিস্কার করে বললে এটাই দাড়ায় যে মানুষের পরকালের অজানা ভয় এবং তা' থেকে সৃষ্ট অবাস্তব কুসংস্কার থেকেই জন্ম হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্ম। তাই দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মের আসল উপাদান (Ingredients) হল কিছু অবাস্তব কুসংস্কার। বিশ্বের প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মেই দেখা যায় অনেক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এদিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার এর ছড়াছড়ি। ইসলাম ধর্মে এত বেশি কুসংস্কার পাওয়া যায় যে এই ধর্মটির মুল স্তম্ভটিই দাঁড়িয়ে আছে কিছু পৌরানিক এবং অলৌকিকতাপুর্ন কুসংস্কারের উপর।

ইসলামের মুল কিতাব কোরান এবং অসংখ্য হাদিস পড়লে এমন অনেক কুসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উম্মাদনা বা fanatical believers বা অন্ধবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মাতম।

বাংলাদেশের বাজারের আনাচে-কানাচে খোজ করলে দেখা যায়, বাজারের বুক-স্টোর, ইসলামিষ্টদের লাইব্রেরী গুলোতে, এমনকি শহরের ফুটপাতেও (*ফাতেমোল্লার ফুট পাতের চাঁদ তাঁরা)* এরুপ হাজার হাজার ইসলামী কিতাব পাওয়া যায় যেগুলোতে কুসংস্কার এ ভর্তি। এইসব ইসলামি কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বই যেমনঃ **বেহেস্তের কুঞ্জি, বেহেস্তী জেওর, মোকসেদুল মুমিনিন, কাছাছুল আম্বিয়া, নেয়ামুল কোরান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়।** এইসব ইসলামী কিতাব বাংলা দেশের মত মুসলিম দেশে এত বেশি জনপ্রিয় যে পাবলিসার্সদেরকে ৩০-৪০টি সংস্করন বের করেও কুলোতে পারছেনা।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি কিতাবের মধ্যে **'কাছাছুল আম্বিয়া'** সম্বন্ধে কিছু কথা বলা এখানে অতি প্রয়োজন মনে করছি। এই ইসলামী কিতাবটি অন্যসব ইসলামী কিতাব থেকে বেশ আলাদা ভাবে ধরা হয়। কারণ এই কিতাবটি কোন মোল্লা-মাওলানার নিজের মনগড়া কথায় ভর্তি নয়; এই কিতাবটির নাম **'কাছাছুল আম্বিয়া'** যার অর্থ দাড়ায়– **'নবীগনের জীবনী'**। এই বইটিতে আরবের বুকে যত নবী পয়দা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম পবিত্র কোরানে এবং হাদিসে জায়গা পেয়েছে

তাদেরই জীবন-কাহিনীতে ভর্তি। অর্থাৎ, এই কিতাবে যাহা লিখা আছে তাহা পবিত্র কোরান ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে এবং এই বইটির (আমি যে বইটি ব্যবহার করছি) প্রনেতা একজন সুশিক্ষিত মুসলমান নাম তার– এম, এন, এম ইমদাদুললাহ (এম এ; বি এ (অনার্স); এম এ)। কিতাবটির আকৃতি এবং চেহারা একেবারে কোরানের ন্যায় এবং এর সম্মানও অনেক বেশি। লাইব্রেরী গুলোতে এবং ভক্তদের ঘরে একেবারে উপরের Shelf এ কোরানের ঠিক পাশেই তার স্থান হয়। বইটির দামও বেশ, বলতে গেলে একটি অনুবাদ কোরানের চেয়ে মুল্য অধিক। এই কিতাবের ৯০% কথাবার্তাই ভীষন কুসংস্কারে পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এইসব আবেগ পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী—সাধারন বিশ্বাসী মুসলিমগন পড়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আরওবেশি করে নামাজ-রোজাতে মনোনিবেশ করবে এবং যাদের বিশ্বাস হাল্কা বা বিশ্বাস নেই তারা এইসব আজগুবী কথা পড়ে হেসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে বলেই আমার মনে হয়!

যা হউক, এসব কুসংস্কার পুর্ন ইসলামী কিতাব গুলো বাংলাদেশের ঘড়ে ঘড়ে পাওয়া যাবে এবং **এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম-আমজনতার আসল শিক্ষক বা গুরু।** ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। আর এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগন অতি প্রিয় হয় যে কারনে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা, তাবিজের ব্যবসা একেবারে রমরমা। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মাওলানারা (*যেমন রাজাকার-মাওলানা সাঈদী*) আবার এসব আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী কাফেরদের তৈরী কেসেটে বন্দ্ধি করে বাজারে দেদার বিক্রি করছে এবং কিছু কুসংস্কারপুর্ন মিথ্যা কথা বিক্রি করে সাধারণ গরীবের পকেট লুট করে নিচ্ছে। এসবই হচ্ছে ইসলামের নামে,আল্লাহর নামে!

বাংলাদেশের গাও-গ্রামে এমনকি আজকাল শহরেও অসংখ্য ইসলামি জলসা বা ওয়াজ-মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে হাজার হজার সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, এমনকি অনেক শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রিধারী অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানরাও মাওলানাদের ওয়াজ তম্ময় হয়ে শুনে থাকে। এইসব মাওলানাদের বক্তব্যে **বেশি অংশই থাকে কুসংস্কার পুর্ন ইসলামের বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী এবং নানারঙ্গের ধর্মীয় উপাখ্যান।** বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত **'কাছাছুল আম্বিয়া'** কিতাবটিই যে মাওলানাদের আসল সম্বল, এতে কোন সন্ধে নেই। এইসব কুসংস্কারপুর্ন গল্প মাওলানাদের মুখে শুনার পর গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানদের মনে অনেক কুসংস্কারপুর্ন কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস হয় এবং তাদের মনে সর্বদা কুসংস্কারপুর্ন ভয়ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তারা সকলেই একটা অজানা অলৌকিকতার সাগরে সদাসর্বদা ডুবে থাকে। কেহ কেহ আবার এইসব কুসংস্কারপুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী শুনে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে বুক ভাষায়।

ছোটবেলা এমনি অনেক ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে মাওলানাদের সুমধুর কন্ঠে অনেক কুসংস্কারপুর্ন গাজাখুরি গল্প শুনে মাঝে মাঝে চিন্তা হত যে এইসব মাওলানারা কোথায় পায় এত কুসংস্কার। তাদের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতাম। এখন দেখছি যে ইসলামি কিতাব গুলোতে কুসংস্কারের কোন অভাব নেই মা'শাল্লাহ। উল্লেখিত ঔসব ইসলামী কিতাব থেকেই পাঠকদের জন্য কিছু ইসলামি কুসংস্কারের নমুনা পেশ করছি আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্দ্ধে। উল্লেখ্য, এইসব কুসংস্কার ইসলামী কিতাব থেকে হুবুহ বই থেকে তুলে দিচ্ছি এবং ইহাতে আমার নিজের সৃষ্টি কিছুই নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার অল্পকিছু রসালো মন্তব্য (*ব্রাকেটের ভিতরে*) থাকবে। আমার এবারকার ইসলামি কুসংস্কারে সিরিজ কিছুদিন ধরে চলবে আশ করি। এবারে আসুন, আমরা খুজে দেখি মুসলিম-আমজনতা কি ধরনের কুসংস্কারে সর্বদা ডুবে থাকে!

(বিঃ দ্রঃ তৃতীয় খন্ডে ১২-১৭ নং কুসংস্কার দেওয়া হয়েছিল)

(১৮) <u>হয রত আদম (আঃ) এর কায়া তৈরীর মৃত্তিকা কি ভাবে সংগ্রহ হয়েছিল!</u>

আলাহ তায়ালা আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জিব্রাঈলকে দুনিয়াতে পাঠালেন মাটি আনতে। কিন্তু জিব্রাঈল দুনিয়াতে এসে যেই না মাটির জন্য হাত দিলেন অমনি দুনিয়া অসম্মত হইয়া আল্লাহর কছম দিয়ে জিব্রাঈলকে বলিল—হে জিব্রাইল তুমি আমার দেহ হইতে কোন মাটি নিও না। তখন জিব্রাঈল খালি হাতে ফিরে এসে আল্লাহকে বলিল—হে আল্লাহ তায়ালা তোমার কছম দিয়ে যমিন অসম্মতি হ ওয়ায় আমি যমিনের মাটি আনতে পারলাম না। তখন আল্লাহ ফেরেস্তা মিকাঈলকে নির্দেশ দিলেন দুনিয়া থেকে মাটি আনতে। দুনিতে আগমন করিয়া মিকাঈল ফেরেস্তা যমিনকে বলিল—হে যমিন তুমি আমাকে সামান্য মাটি দাও; আমি আল্লাহর আদেশে তোমার কাছে মাটি নিতে এসেছি। মিকাঈলের কথা শুনিয়া যমিন বলিল—হে মিকাঈল আমি আল্লাহর কছম দিয়ে তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমার দেহ থকে মাটি নিও না। ফেরেস্তা মিকাঈল তখন নিরাশ হয়ে মাটি না নিয়েই ফিরে আসল। তখন আল্লাহ তায়ালা এ কাজের জন্য ফেরেস্তা ইস্রাফিলকে নিয়োগ করিলেন, কিন্তু তিনিও একই কারণে খালি হাতে ফিরে আসলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা রাগের বসে মহাপরাক্রমশালী ফেরেস্তা আজরাঈলকে পাঠালেন মাটির জন্য। আজরাঈল দুনিয়াতে পৌছে যমিনের দেহে চঙ্গল মারিয়া মৃত্তিকা নিয়ে গেলন। যমিন করুনভাবে বলিল—আল্লাহর কছম, আমার মাটি নিও না। কিন্তু আজরাঈল যমিনের কথায় কর্নপাত না করিয়া বলিল—তুমি যে আল্লাহর কছম খাইতেছ, আমিও তারই আদেশে মাটি নিচ্ছি তোমার দেহ থেকে। আমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে অপারগ। এই বলিয়া আজরাঈল ক্ষিপ্তহস্থে মাটি তুলে নিয়ে আল্লাহর সম্মুক্ষে হাজির হইল। আল্লাহ তায়ালা পরম করুনাময় আজরাইলের কাজে বেজায় খুশি হইলেন।

(১৭) <u>পৃথিবীর কোন কোন জায়গার মাটি দিয়ে আল্লাহতায়ালা আদমকে বানিয়ায়েছিলেন!</u>

হযরত আবদুললাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দ্বারা বর্ণিত আছে যে রাসুলে করিম (দঃ) বলেন, ‘আল্লাহতায়ালা আদি মানব হযরত আদম (আঃ) কে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কাবা গৃহের মাটি দিয়ে মস্তক, পাক-ভারতের মাটি দিয়ে পেট ও পৃষ্ঠদেশ, দুনিয়ার পুর্ব সীমান্তের মাটি দিয়ে দুই হাত এবং পশ্চিম সীমান্তের মাটি দিয়ে দুই পা সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার কোন কোন হাদিসের মতে—বায়তুল মুকাদ্দেসের মাটি দ্বারা মস্তক, বেহেস্তের মাটি দ্বরা তাহার মুখমন্ডল, পাক-ভারতের মাটি দ্বারা দন্তরাজি, পবিত্র কা’বার মাটি দ্বরা হস্তদ্বয়, ইরাকের মাটি দিয়ে পৃষ্ঠদেশ, জান্নাতুল ফেরদৌসের মাটি দ্বারা আদমের কলিজা, তায়েফের মাটি দ্বারা জিহবা, হাউজে কাওছারের মাটি দ্বারা চক্ষুদ্বয়, পর্বতের মাটি দ্বারা আদমের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হয়েছিল। (*জান্নাতুল ফেরদৌসেও যে মাটি আছে তা’ আমার জানা ছিল না!*)

(১৮) <u>আল্লাহ তায়ালা কুকুর জাতিকে কি দিয়ে তৈরী করেন!</u>

আল্লাহ আদমকে বানিয়ে চল্লিশ বৎসর বেহেস্তের এক কোনে রেখে ছিলেন। সকল ফেরেস্তারা এই আজব আকৃতির জিনিষটি দেখে অবাক হয়ে ইবলিশকে খবর দেওয়ায় সে যেয়ে এই আদম রূপি দেহটিকে দেখে নানাহ কটাক্ষ এবং চরম ঘৃনা করিয়া তার উপর থুথু ফেলিল। আল্লাহ তখন ইবলিসের সেই থুথু থেকেই কুকুর জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। ‘‘সোবাহানাল্লাহ!’’

(১৯) <u>হযরত আদমের দেহের ভিতরে রূহ কিভাবে প্রবেশ করিল!</u>

আল্লাহ আদমের দেহকে চল্লিশ বৎসর বেস্তের এক কোনে রেখে তারপর তার ভিতরে রূহকে প্রবেশ করানোর দিন ঠিক করিয়া আসমান এবং যমিনের সকল ফেরেস্তাদেরকে ঔ আদমের দেহের নিকট সমবেত করিলেন। অতপর তিনি রূহকে আদেশ করলেন—‘হে রূহ! তুমি আদমের দেহের ভিতর প্রবেশ কর।’ তখন রূহ আদমের দেহের ভিতরে প্রবেশ করতঃ সেখানে গাঢ় অন্দ্ধকার দেখে ফিরে এসে তা’ আরজ করিল। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) এর ললাটে নূরে মুহাম্মদী (দঃ) সংযুক্ত করিয়া দিলে আদমের সমস্ত দেহের ভিতর-বাহির একেবারে

উজ্জল হয়ে উটল। তখন রূহ সানন্দে উক্ত দেহের ভিতরে প্রবেশ করিল। রূহ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আদমের দেহ নড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আদমের একটি প্রচন্ড জোড়ে হাঁচি হইল। হাঁচি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম (আঃ) পাঠ করিলেন––'আল-হামদুলিল্লাহ'-প্রসংশা সুধু আল্লাহর। অমনি মহান আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে উত্তুর আসিল-'ইয়ারাহমুকাল্লাহ'-তোমার প্রতিও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হওক। ঔদিন হইতেই হযরত আদম (আঃ) এবং তার সকল বংশধরদের মধ্যে এই প্রথা চিরদিনের জন্য জারী হইয়া গেল। অর্থাৎ কেহ হাঁচি দিলে সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হইবে-'আল-হামদুলিল্লাহ' এবং তার প্রতি উত্তুরে বলতে হবে–'ইয়ারাহমুকাল্লাহ'। আদম (আঃ) তখন উঠিয়া দাড়াইলেন এবং তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগনকে আদেশ করলেন বেহেস্ত থেকে জরির পোষাক এনে আদমকে পরাইয়া দিতে। ফেরেস্তাগন তারাতারি বেহেস্ত থেকে খুব সুন্দর জরি খচিত পোষাক এনে আদমকে পরাইয়া একটি সিংহাসনে বসাইয়া দিল।

(২০) <u>ঈসা নবীর সৃষ্টি রহস্য!</u>

হযরত আদম (আঃ) এর দেহের ভিতরে রূহ প্রবেশ করামাত্র আদম উঠিয়া বসিয়া একটি হাঁচি প্রদান করেন। আল্লাহ তখন জিব্রাঈল (আঃ) কে নির্দেশ দিলেন, হে জিব্রাঈল! তুমি এই হাঁচিটিকে ধরিয়া অক্ষুন্নভাবে রেখে দাও, কারণ ইহা এক বিশেষ কাজে লাগিবে। আমি এই হাঁচি থেকেই সৃষ্টি করিব দুনিয়াতে এক শ্রেষ্ঠ নেককার ব্যক্তি। ফেরেস্তা জিব্রাঈল সেই হাঁচিটিকে সযত্নে 'লওহে মাহফুজে' রেখে দিলেন। আল্লহর কুদরতে এই হাঁচি থেকেই পরবর্তিতে ইসা নবী বিবি মরিয়মের গর্বে জম্নগ্রহন করেন। সোবানাল্লাহ, আল্লাহর কত কুদরত!

(২১) <u>গান-বাজনা হল শয়তানের জন্য আজান স্বরূপ!</u>

ইবলিস আল্লাহ কর্তিক অভিশপ্ত জীবন লাভ করার পর আল্লাহকে বলিল–'হে মাবুদ তুমি আদম এবং তার বংশধরদের জন্য দুনিয়াতে অনেক নবী-রাসুল এবং বিভিন্ন কিতাবাদি প্রেরন করিয়া সাহায্য করবে ঠিক করিয়াছ; কিন্তু আমার বংশধরদের জন্য কিছুসংক্ষক পয়গম্বর এবং কিতাবাদি প্রেরন করিয়া আদমের বংশধরদেরকে <u>পথভ্রষ্ট করিতে</u> সাহায্য করিতে পারনা? আল্লাহ তায়ালা তখন রাগান্বিত হইয়া বলিলেন–'ওহে পাপিষ্ঠ! দুনিয়াতে অনেক পাপাচারি শাসক ও নেতাগন এবং দুর্নিতি ও কুকথাপুর্ন (সম্ভবত পর্নো মুভির কথাই বলা হয়েছে) অশ্লিল জগন্য পুস্তকাদি তোর জন্য পয়গাম্বর এবং কিতাবের কাজ করিবে।' এই কথা শুনিয়া আদম (আঃ) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করিল–'হে মাবুদ! আমি আমার সন্তানগনকে কিভাবে শৎপথে আহ্বান করিব?' আল্লাহ তায়ালা বলিলেন–'নামাজের ওয়াক্ত হইবা মাত্র মুয়াজ্জিন দিয়ে মশজিদে মশজিদে আজান দেওয়াবে (*অবশ্য আজানে কাফের দের তৈরী মাইক ব্যবহার কোরার কথা আল্লাহ বলেন নাই। হয়তোবা আল্লাহ তায়ালা মাইকের কথা তখন ও জানতেন না*)। যাহারা আমার অনুগত এবং বাধ্যগত বান্দা হবে তাহার আজান শুনা মাত্র ব্যস্ত-ব্যাকুল হইয়া ইবাদত করবার জন্য মশজিদ অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং তথায় পৌছে ইবাদত-বন্দেগী, তসবীহ-তাহলিলে রত থাকিবে।'

এই কথা শুনিয়া ইবলিস বলিল–'হে মাবুদ! তুমি কি আমাকে এরূপ কোন আজানের ব্যবস্তা করিয়া দিতে পার না?' আল্লাহ তায়াল তখন বলিও–'**হে পাপিষ্ঠ! দুনিয়াতে গান-বাজনা এবং গান-বাজনার বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসমুহ তোর জন্য আজানের কাজ করিবে। এসব গান-বাজনার মাধ্যমে অনেক বান্দা সুপথ পরিত্যাগ করিয়া তোরই প্রদর্শিত কুকাজে আকৃষ্ট হইয়া যাবে।**'

(২২) <u>আদম (আঃ) এবং হাওয়া বিবির বিবাহ এবং মোহরানার উৎস!</u>

বিবি হাওয়ার অপুর্ব রূপ-লাবন্যে মুগ্দ্ব হয়ে আদম বিবি হাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অত্যাদিক প্রনয়াশক্ত হইয়া যায়। ইহার প্রভাবে তিনি হাওয়ার দিকে হাত বাড়াইয়া নিজের দিকে আকর্ষন

করিতে উদ্বত হন। অমনি আল্লাহ তায়ালার তরফ থকে সতর্ক বানী উচ্চারিত হইল—হে আদম! বিরত হও, বিবাহের পুর্বে হাওয়াকে স্পর্শ করিও না। তাহা তোমার জন্য সিদ্ধ হইবেনা। তখন আদম বলিলেন—হে মাবুদ! আপানি হাওয়াকে আমার সঙ্গে বিবাহ পড়াইয়া দিন। অতপর আল্লাহ তায়ালা আদমের সঙ্গে বিবি হাওয়ার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। এই বিবাহে এত ধুমদাম হয়েছিল যে বিবাহ অনুষ্ঠানে সাত তবক যমিন এবং সাত তবক আসমানের সকল ফেরশতাগন তুয়া বৃক্ষের তলে জমায়েত হয়ে সাত দিন ধরে আনন্দোৎসবে লিপ্ত হইয়াছিল। **এই বিবাহে খুতবা পাঠ করিয়াছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজে।** তারপর আদম তার নব বধুকে কাছে টেনে নিতে চাইলে আল্লাহর তরফ থেকে আবার আওয়াজ আসিল—হে আদম তুমি হাওয়াকে মোহরানা না দিয়ে তাকে স্পর্শ করলে তাহা সিদ্ধ হইবেনা। আদম নিরাস হয়ে আল্লাহকে বলিল—হে মাবুদ আমারত কিছুই নেই, কি দিয়ে আমি মোহরানা আদায় করিব? তখন পরম দয়ালু আল্লাহ বলিলেন—হে আদম তুমি আমার পেয়ারের দোস্ত মোহাম্মদের (দঃ) নামে দশবার দরূদ পাঠ কর, তাতেই তোমার মোহরানা আদায় হইয়া যাইবে। তারপর আদম (আঃ) একান্ত ভক্তি এবং বিশ্বাসের সাথে   মোহাম্মদের (দঃ) এর নামে দশবার দরুদ পাঠ করত মোহরানা আদায় করিয়া বিবি হাওয়ার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

(২৩) নিষিদ্ধ গন্দম খাওয়ার জন্য বিবি হাওয়ার কি কি সাস্তি হইয়াছিল!

আদম এবং হাওয়া আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করিয়া যেই না নিষিদ্ধ গন্দম ফল বক্ষন করিল অমনি—আদম এবং হাওয়ার শরীর থেকে বেহেস্তের সুন্দর জরির পোষাক খসিয়া পড়িল। বিবি হাওয়া এবং তার স্বজাতি তথা সকল স্ত্রীলোকদের প্রত্যেক মাসে মাসে রক্ত স্রাবের যাতনা সহ্য করা বিধিবদ্ধ হইল। সেইদিন থেকেই প্রত্যেক নারী তাহার সন্তান ধারনজনিত কষ্ট বরন করিয়া নিল। তাহাদের জন্য সন্তান প্রসবকালীন কষ্ট লিপিবদ্ধ হইল। **নারীগন চিরদিন পুরূষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকার ব্যবস্থা বিদিবদ্ধ হইল।** স্বামীদের প্রতি তাহাদের তালাক প্রয়োগের ক্ষমতা রহিত হইয়া গেল। স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তি ও তালাকের পরে ইদ্দত পালনের দ্বায়ে আবদ্ধ হইল। **পুরূষদের অপেক্ষা জ্ঞান-বুদ্ধি কম করিয়া দেওয়া হইল।** পুরূষদের চেয়ে মান-মর্যাদা কম করিয়াদেওয়া হইল। নারীদের প্রতি নবূয়েতীলাভের দরজা একেবারে বন্দ্ধ হইয়া গেল। সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে নারীকে পুরূষের অর্দ্বেক ক্ষমতার অধিকারী করা হইল। জুমা এবং ঈদের নামাযের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করা হইল। জিহাদের মর্যাদা লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইল। পিতামাতার **সম্পত্তির অংশ নারীদের জন্য পুরূষের অর্দ্বেক** করিয়া দেওয়া হইল। এবং ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বপুর্ন খেদমতের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করা হইল। (*আমদের সম্মানিত পরহেজগার এবং মুমিন মহিলাগন কি বলেন?)* ।

সুত্রঃ কাছাছুল আম্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মহীউদ্দিন খান); মু’কসেদুল মুমিনিন ; বেহেস্তের জেওর।

(চলবে)